পিআরএসপি ও বাজেট

আই-পিআরএসপি দলিলে সামষ্টিক অর্থনীতির যে লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দেয়া হয়েছে, তার কতখানি বাস্তবায়ন হয়েছে বাজেটে?

বিশ্লেষণ করেছেন **আসজাদুল কিবরিয়া**

আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা দেয়া না হলেও বাংলাদেশ থেকে 'পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা'র পাট চুকিয়ে দেয়া হয়েছে অন্তর্বর্তীকালীন দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র (আই-পিআরএসপি) চূড়ান্ত করার সঙ্গে সঙ্গেই। একই সঙ্গে অবসান ঘটেছে দীর্ঘমেয়াদি প্রেক্ষিত পরিকল্পনার যে ধারণাটি নিয়ে কাজ আরম্ভ করা হয়েছিল নব্বইয়ের দশকের প্রথম ভাগে। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৯৭-২০০২) যখন প্রণীত হয় তখনই প্রেক্ষিত পরিকল্পনার ধারণা থেকে বিচ্যুতি ঘটে। আর পরবর্তীতে এসে পিআরএসপি প্রণয়নের দিকে মনোযোগী হওয়ায় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়। এর জায়গায় তিন বছরের আবর্তক পরিকল্পনা (রোলিং প্ল্যান) কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় আই-পিআরএসপির মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কর্মকাঠামোর সাহায্যে। ইতিমধ্যে একটি মধ্যমেয়াদি ব্যয় কর্মকাঠামো প্রণয়নের কাজও সম্পন্ন হয়ে এসেছে, যা আবার সূত্রাবদ্ধ হয়েছে আই-পিআরএসপির সঙ্গে। পূর্ণাঙ্গ পিআরএসপি তৈরি হয়ে গেলে পুরো বিষয়টি চলে আসবে পিআরএসপির আওতায়। ফলে বাংলাদেশে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার বিষয়টি কার্যত নেমে এসেছে মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনায়।

ইতিমধ্যে আই-পিআরএসপির আওতায় দুটি জাতীয় বাজেট প্রণীত হলে এর একটি বাস্তবায়ন হয়। আরেকটি জাতীয় বাজেট আই-পিআরএসপির আওতায় হতে পারে যদি না ঐ সময়ের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ পিআরএসপি তৈরি হয়। অবশ্য পূর্ণাঙ্গ পিআরএসপি দলিল তৈরি হয়ে গেলে তাতে আই-পিআরএসপিতে প্রদত্ত মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কর্মকাঠামো সংশোধন ও সমন্বয় করা হবে। বস্তুত, মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কর্মকাঠামো নির্ধারণ করা হয়েছে একটি নির্দিষ্ট সময়কালের মধ্যে দেশের বিভিন্ন অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে একটি পূর্বনির্ধারিত পরিকল্পনার সাহায্যে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, যেখানে বার্ষিক বাজেটের কাজটিও একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার আলোকে করা

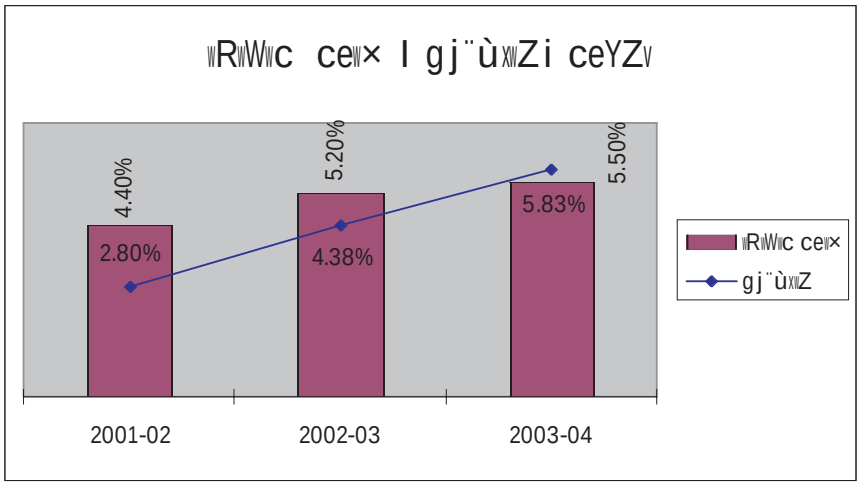

অর্থনীতির কিছু গুরুত্বপূর্ণ সূচকে বিগত অর্থবছরে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য আসেনি। বস্তুত, অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় হার গত পাঁচ বছর ধরে প্রায় একই জায়গায় স্থবির হয়ে রয়েছে। অন্যদিকে সরকারি বিনিয়োগ হার গত ১৪ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে এসেছে

সম্ভব হবে। বাজেটের বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এজন্য যে, সরকারের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রধান হাতিয়ার হচ্ছে বাজেট। আর এই বাজেটের অন্তর্গত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি হলো সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডের কর্মপরিকল্পনা ও হাতিয়ার।

মধ্যমেয়াদি এই কর্মকাঠামোতে প্রধান সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচকগুলো নির্দিষ্ট করে এগুলো অর্জনের জন্য কার্যকর নীতিমালা প্রণয়নের কথা বলা হয়েছে। উচ্চহারে প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে এবং বাজেট ঘাটতি নিয়ন্ত্রণে রেখে সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা নিয়ে আসার দীর্ঘদিনের প্রত্যাশাটি এখানে ফুটে উঠেছে। এ ধরনের একটি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা গেলে তা অবশ্যই কাজের কাজ হবে। তবে স্বাভাবিকভাবেই সরকারের কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। ফলে এই কর্মকাঠামোর বাস্তব প্রতিফলন কতটা হয় তা সময়সাপেক্ষও বটে। তবে এই কর্মকাঠামোর আওতায় একটি বাজেট যখন বাস্তবায়ন হয়েছে, তখন অবশ্যই পর্যালোচনা করে দেখা প্রয়োজন যে, আই-পিআরএসপি দলিলের সঙ্গে কতখানি সামঞ্জস্য রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। একই সঙ্গে দ্বিতীয় যে বাজেটটি প্রণীত হয়েছে সেটিও কতখানি এর আওতায় এসেছে তা বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। এই পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের মূল লক্ষ্য হলো সরকার আই-পিআরএসপি দলিল বাস্তবায়নে কতখানি অগ্রসর হতে পারছে তা নির্ণয় করা। সেই সঙ্গে একটি প্রাথমিক ধারণাও পাওয়া যাবে যে এ প্রবণতা বজায় থাকলে ও কী কী পদক্ষেপ নিতে পারলে ভবিষ্যতে বাস্তবায়ন কার্যক্রম আরো উন্নততর হতে পারে।

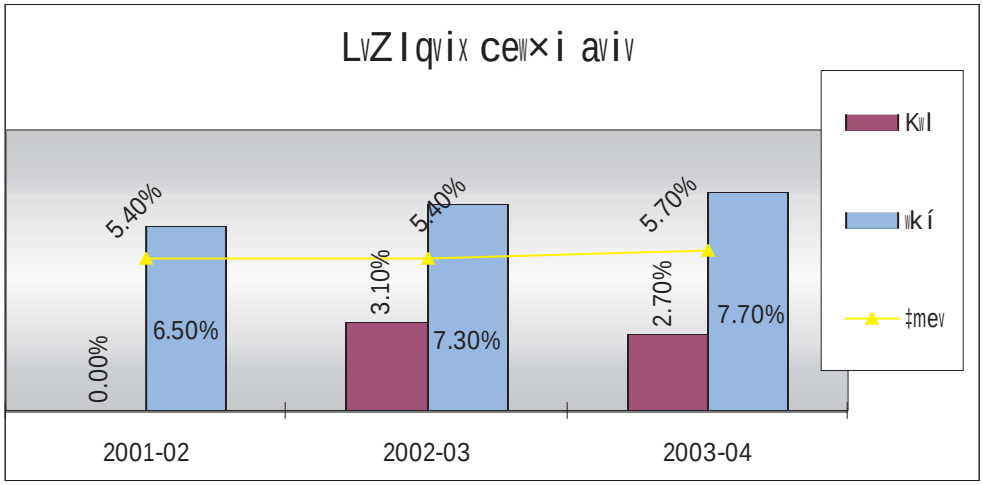

আই-পিআরএসপি দলিলের সঙ্গে বাজেট পর্যালোচনার জন্য আমরা সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচকসমূহ এবং সরকারি আয়-ব্যয় ব্যবস্থাপনাকে বিশ্লেষণ করব। প্রথমটিতে জাতীয় অর্থনীতির গতিপ্রকৃতির কিছু ধারণা পাওয়া যাবে। দ্বিতীয়টিতে বাজেট কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হবে

আই-পিআরএসপি দলিলের সঙ্গে বাজেট পর্যালোচনার জন্য আমরা সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচকসমূহ এবং সরকারি আয়-ব্যয় ব্যবস্থাপনাকে বিশ্লেষণ করব। প্রথমটিতে জাতীয় অর্থনীতির গতিপ্রকৃতির কিছু ধারণা পাওয়া যাবে। দ্বিতীয়টিতে বাজেট কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হবে। এখানে বলা দরকার যে, বাংলাদেশের বাজেট প্রণয়নের মৌল নীতিমালার ক্ষেত্রে সাংবিধানিক দায়বদ্ধতা ও বাধ্যবাধকতার প্রসঙ্গটি ব্যাখ্যা না করলে বিষয়টি অসম্পূর্ণ থেকে যায়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৮১ থেকে ৯১ অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রের সার্বিক অর্থ ব্যবস্থা ও বাজেটের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে নির্দেশনা রয়েছে। সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার কারণেই প্রতি অর্থবছরের বাজেট জাতীয় সংসদে পেশ ও অনুমোদন করাতে হয়। তবে জাতীয় বাজেটকে বাংলাদেশের সংবিধানে 'বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বার্ষিক আর্থিক বিবৃতিতে একটি নির্দিষ্ট অর্থবছরে সরকারের আয়-ব্যয়ের প্রাক্কলিত হিসাব দেখানো হয় যা জাতীয় সংসদে অর্থমন্ত্রী উপস্থাপন করেন।

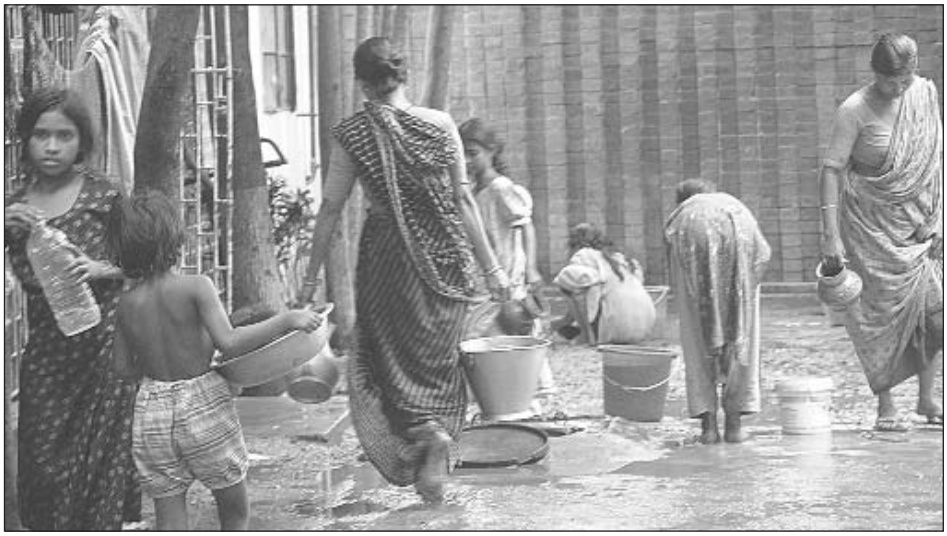

সামষ্টিক অর্থনীতির সূচকসমূহ

খুব মোটা দাগে ও এক কথায় যদি আমরা জানতে চাই যে পিআরএসপি বা আই-পিআরএসপির মূল কথা কী, তাহলে যে জবাবটা পাওয়া যাবে তা হলো, 'অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাস।' এর মানেই হলো, দারিদ্র্য হ্রাসের প্রধান উপায় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি। আই-পিআরএসপি দলিলে ২০১৫ সালের মধ্যে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পরিমাণ অর্ধেকে নামিয়ে আনার জন্য এ সময়কালে বার্ষিক ৭% হারে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনের কথা বলা হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে মধ্যবর্তী

সামষ্টিক অর্থনৈতিক কর্মকাঠামোতে ২০০৩-০৪ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধির প্রাক্কলন করা হয়েছিল ৫.৫%। বাস্তবে এই অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির হার হয়েছে ৫.৫২%। অবশ্য এই হিসাব প্রাথমিক। তারপরও এটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এজন্য যে, সরকার আই-পিআরএসপির এই গুরুত্বপূর্ণ সূচকটিতে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। তবে এখানে যে প্রশ্নটি অনিবার্যভাবেই চলে আসে তা হলো- এই যে প্রবৃদ্ধি হলো, সেটি কিভাবে বন্টিত হচ্ছে। কারণ প্রবৃদ্ধি হলেই তো চলবে না, প্রবৃদ্ধির ফলটা মানুষের কাছে যেতে হবে।

mviYx-1 mvgwóK A_bxwZi mPK Zjbv

welq (wRWwci Ask)	2003-04 AvBwcAviGmwc	2003-04 cKZ	2004-05 AvBwcAviGmwc
†gvU Af¨šixY mÂq	19.2%	18.27%	20%
†gvU RvZxq mÂq	24.3%	24.49%	25.20%
†gvU wewb‡qvM	25.4%	23.48%	27%
†emiKwi	18.7%	17.47%	19.9%
miKwi	6.7%	6,12%	7.1%

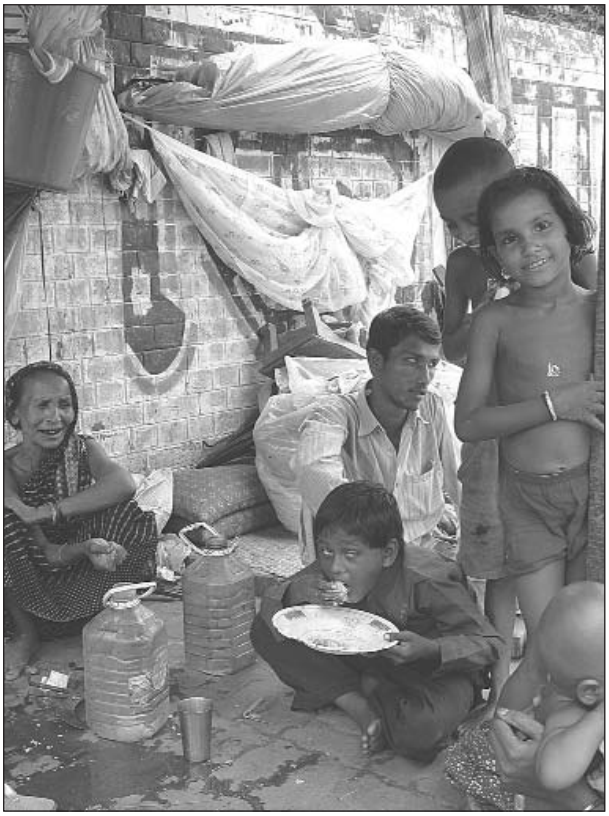

১৯৯০-৯১ অর্থবছরে দেশে মোট রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ১৩ হাজার ৪৩১ কোটি টাকা, যা ২০০৩-০৪ অর্থবছরে এসে হয়েছে ৪৯ হাজার ৩৭০ কোটি টাকা। মানে গত এক যুগে দেশের রাষ্ট্রীয় ব্যয় বেড়েছে প্রায় চারগুণ

প্রবৃদ্ধির..। এ বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করার প্রয়োজন ও অবকাশ রয়েছে এবং সরকার ও নীতিনির্ধারকদেরও বিষয়টি ভেবে দেখতে হবে বলে আমরা মনে করি। কারণ, প্রবৃদ্ধির সুফল যদি জনগণ নাই পায়, তাহলে সরকারের এতো প্রচেষ্টার সুদূরপ্রসারী কোনো ফল আসবে না।

আই-পিআরএসপি দলিলে মোট অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় জিডিপির ১৯.২০%-এ উন্নীত করার কথা বলা হলেও বাস্তবে তা হয়েছে ১৮.২৭%। আবার মোট বিনিয়োগ ২৫.৪%-এ উন্নীত করার কথা বলা হলেও এটা হয়েছে ২৩.৫৮%। মোট বিনিয়োগের মধ্যে বেসরকারি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ১৮.৭% করার কথা বলা হলেও এটি হয়েছে ১৭.৪৭%। আর সরকারি বিনিয়োগ ৬.৭% করার কথা বলা হলেও হয়েছে ৬.১২%। একমাত্র জাতীয় সঞ্চয় হার জিডিপির ২৪.৩% করার কথা বলা থাকলেও তা লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করে হয়েছে ২৪.৫%। আর এটি হয়েছে মূলত উল্লেখযোগ্য পরিমাণে রেমিট্যান্স আসার কারণে। ২০০৩-০৪ অর্থবছরে প্রবাসী বাংলাদেশীরা দেশে মোট ৩৩৭.২ কোটি ডলার রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন যা আগের অর্থবছরের তুলনায় প্রায় ১১% বেশি।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, অর্থনীতির কিছু গুরুত্বপূর্ণ সূচকে বিগত অর্থবছরে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য আসেনি। বস্তুত, অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় হার গত পাঁচ বছর ধরে প্রায় একই জায়গায় স্থবির হয়ে রয়েছে। অন্যদিকে সরকারি বিনিয়োগ হার গত ১৪ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে এসেছে। অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় ও বিনিয়োগ না বাড়লে অর্থনীতির অন্যান্য কর্মকান্ড যে কাঙ্ক্ষিত গতিতে অগ্রসর হবে না সে বিষয়টি সবারই জানা। আমরা মনে করি, সরকার পুরো বিষয়টি নতুনভাবে ভেবে দেখবে।

সামষ্টিক অর্থনীতির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো ভোক্তা মূল্যসূচক। সহজভাবে বললে জিনিসপত্র ও সেবাসামগ্রীর দাম বাড়া-কমার সূচক বা মূল্যস্ফীতি। ২০০৩-০৪ অর্থবছরে এই মূল্যস্ফীতির হার ৪.৫%-এ সীমিত রাখার যে লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছিল, বাস্তবে তা ঘটেনি। বরং এই সময়কালে মূল্যস্ফীতি গড়ে ৫.৮৩%-এ উন্নীত হয়। মূলত বছরজুড়ে মূল্যস্ফীতির হার ঊর্ধ্বমুখী ছিল। বাজার অর্থনীতির নামে সবকিছু বাজারের স্বেচ্ছাচারিতা ও নৈরাজ্যের কাছে ছেড়ে দেয়ার দুর্ভোগ ও কুফল সবচেয়ে বেশি ভোগ করেছে ও করছে সাধারণ ভোক্তারা। কথিত মুক্তবাজার ব্যবস্থার সুফল যাচ্ছে ব্যবসায়ী আর উচ্চ আয়ের ভোক্তাদের কাছে। দিনকে দিন নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজারদর বেড়ে গিয়ে জনজীবনে ভোগান্তির সৃষ্টি হচ্ছে। বাজার মূল্য নিয়ন্ত্রণ করার সরকারি প্রচেষ্টা সবই প্রায় বিফলে গেছে। বাজারদর নিয়ন্ত্রণে গোয়েন্দা বাহিনী নামানোর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে সরকার সবার হাসির খোরাক হয়েছে। আসলে দাম কমানোর বা নিয়ন্ত্রণের সরকারি প্রয়াস সফল হয়নি মূলত এজন্য যে, দ্রব্যমূল্যের বাজার নিয়ন্ত্রণে কার্যকর হাতিয়ারগুলো আসলে সরকারের হাতে নেই। বরং বাজারের নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি চলে গেছে ব্যবসায়ী-বিক্রেতা সিন্ডিকেট চক্রের হাতে। অর্থনীতির সহজ সূত্র অনুসারে, বাজারে পণ্যের যোগান যে যতো বেশি নিয়ন্ত্রণ করবে, তার হাতেই আসলে বাজারের পণ্যমূল্যের নিয়ন্ত্রণ থাকবে। প্রায় প্রতিটি পণ্যের ক্ষেত্রে মুষ্টিমেয় কয়েকজন আমদানিকারক ও পাইকার মিলে একটি চক্র গড়ে তুলে ভোক্তাসাধারণ ও খুচরা বিক্রেতাদের জিম্মি করে ফেলেছে। ফলে পণ্যমূল্য পুরোপুরি এদের মর্জির ওপর নির্ভর করছে এবং সরকারের অক্ষমতা জনসাধারণের ওপর মূল্যস্ফীতির চাপ বাড়িয়ে চলেছে। সরকারের জন্য আরো বড় চ্যালেঞ্জ হলো চলতি ২০০৪-০৫ অর্থবছরে মূল্যস্ফীতির হার

৪%-এ বেঁধে রাখা। কারণ আই-পিআরএসপি দলিলে এই লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে। ফলে আলোচ্য অর্থবছরে ৬% হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন যতোটা না কঠিন হবে, তারচেয়ে অনেক বেশি কঠিন হবে মূল্যস্ফীতির হার নিয়ন্ত্রণে রাখা। এর ফলে সরকারকে একটি বাছাই সমস্যার মধ্য দিয়ে বাজেট বাস্তবায়নের দিকে অগ্রসর হতে হচ্ছে। 'উচ্চ প্রবৃদ্ধি, চড়া মূল্যস্ফীতি' নাকি 'স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধি, নিয়ন্ত্রিত মূল্যস্ফীতি' এই দ্বন্দ্বের সমাধান করা খুব সহজ কাজ নয়।

সরকারি আয়-ব্যয় ব্যবস্থাপনা

বাজেট বাস্তবায়ন করতে হলে সরকারকে একদিকে রাজস্ব সংগ্রহ করতে হবে, অন্যদিকে রাজস্ব ব্যয় করতে হবে। তবে উন্নয়ন কার্যক্রম পুরোটা ব্যয় নির্বাহ রাজস্ব খাত থেকে করা সম্ভব নয় বলে সরকার দেশী ও বিদেশী উৎস থেকে ঋণ নিয়ে থাকে। মোটাদাগে এটাই হলো বাজেটের পরিধি। ২০০৩-০৪ অর্থবছরে মোট রাজস্ব আয় জিডিপির ১০.৮%-এ উন্নীত করার কথা থাকলেও বাস্তবে হয়েছে ১০.৬%। আর ২০০৪-০৫ অর্থবছরে আই-পিআরএসপি দলিল অনুসারে এটি ১১.৩%-এ উন্নীত করার কথা থাকলেও এ বছরের বাজেটে যে লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে তা পুরোটা বাস্তবায়ন হলে রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত ১১.২% পর্যন্ত উন্নীত হবে, যা আবার আই-পিআরএসপির চেয়ে কম। রাজস্ব-জিডিপি অনুপাতে বাংলাদেশ এখনও অনেক পিছিয়ে আছে। এটির উত্তরণ ঘটানো না গেলে অর্থনৈতিক অগ্রগতিও অগ্রসর হতে পারবে না। প্রতি বছর বাজেটের মাধ্যমে নতুন করারোপ ও করের আওতা সম্প্রসারণ করার চেয়ে বড় প্রয়োজন হলো প্রচলিত কর ফাঁকি রোধ করার উদ্যোগ নেওয়া।

আয়ের পাশাপাশি ব্যয়ের দিকটিও দেখা যেতে পারে। কারণ সরকার যদি ব্যয় করতে না পারে, তাহলে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ব্যাহত হতে বাধ্য। ১৯৯০-৯১ অর্থবছরে দেশে মোট রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ১৩ হাজার ৪৩১ কোটি টাকা, যা ২০০৩-০৪ অর্থবছরে এসে হয়েছে ৪৯ হাজার ৩৭০ কোটি টাকা। মানে গত এক যুগে দেশের রাষ্ট্রীয় ব্যয় বেড়েছে প্রায় চারগুণ। মোট রাষ্ট্রীয় ব্যয় (রাজস্ব ও উন্নয়ন ব্যয়ের সমন্বিত রূপ) ২০০৩-০৪ অর্থবছরের জিডিপির ১৫.৫%-এ নিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তা হয়েছে ১৪.৮%। লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে না পারার মূলে রয়েছে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিবি) বাস্তবায়নে সরকারের ব্যর্থতা। অথচ সরকারকে উন্নয়ন কর্মকান্ডে অর্থ ব্যয় করতে হয়। এখানেও সমস্যা রয়েছে। রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের অপর অংশ উন্নয়ন ব্যয় (যা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি হিসেবেও পরিচিত) গত দশকে গড়ে জিডিপির ৬% থেকে ৭% পর্যন্ত থেকেছে। উন্নয়ন ব্যয় বাড়ানোর ক্ষেত্রে সরকার আগ্রহ দেখালেও প্রশ্ন উঠেছে এই ব্যয়ের গুণগত দিক নিয়ে। একই সঙ্গে এডিপি বাস্তবায়নে বিশেষ করে এডিপিতে অনুৎপাদনশীল ও অলাভজনক প্রকল্পের অংশ বড় স্থান দখল করে থাকায় উন্নয়ন ব্যয় যথাযথ লক্ষ্য অর্জন করতে পারেনি। এই ধারা থেকে বেরিয়ে না এলে উন্নয়ন বেশিদূর যেতে পারবে না। ২০০১-০২ অর্থবছরে ১৯ হাজার কোটি টাকার প্রস্তাবিত এডিপি কমিয়ে ১৬ হাজার কোটি টাকায় নামিয়ে আনা হলেও শেষ পর্যন্ত এই সংশোধিত এডিপির ৮৮% বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়েছিল। পরের বছর ১৯ হাজার ২০০ কোটি টাকার এডিপি কমিয়ে ১৭ হাজার ১০০ কোটি টাকায় নামিয়ে আনা হয়। সেবারও এই সংশোধিত এডিপির ৯০% বাস্তবায়ন হয়নি। আর ২০০৩-০৪ অর্থবছরে ২০ হাজার ৩০০ কোটি টাকার মূল এডিপি বরাবরের মতো কমিয়ে ১৯ হাজার কোটি টাকায় নামিয়ে আনা হয়েছে। এডিপি বাস্তবায়নের পুরো হিসাব পাওয়া গেলে বোঝা যাবে যে আসলে কতখানি বাস্তবায়ন হলো।

সরকারকে যে বিষয়টি উপলব্ধি করতে হবে তা হলো, এডিপির মূল চ্যালেঞ্জ অর্থায়ন নয় বরং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর সীমিত ক্ষমতার কারণে বাস্তবায়নের সীমাবদ্ধতা। অর্থবছরের নয় মাস পরও দেখা যায়, বহু মন্ত্রণালয় মোট উন্নয়ন ব্যয় বরাদ্দের ৪০% পর্যন্ত খরচ করতে পারেনি। সুতরাং সোজা ভাষায় এডিপি বাস্তবায়নের দিকে জোর দিতে হবে। কারণ উন্নয়ন কর্মকান্ডে ব্যয় না করলে সরকার দারিদ্র্য হ্রাসে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য পাবে না।

আই-পিআরএসপি দলিলে সার্বিক বাজেট ঘাটতি জিডিপির ৪.৭%-এ সীমিত রাখার কথা বলা হয়েছিল। সরকার অবশ্য এ ক্ষেত্রে সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে। বাজেট ঘাটতি ৪.২%-এ ধরে রাখা গেছে বিগত অর্থবছরে। চলতি অর্থবছরেও এটি ৪.৩%-এ থাকবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

গতিপ্রবণতা

উপরের পর্যালোচনায় স্পষ্ট যে, সামষ্টিক অর্থনীতি আই-পিআরএসপি দলিলের লক্ষ্যমাত্রাগুলো থেকে অনেক ক্ষেত্রেই পিছিয়ে আছে। তবে আশার কথা হলো, এই লক্ষ্যগুলো অর্জন করতে সরকারি প্রচেষ্টার অনেকটাই প্রতিফলন ঘটেছে চলতি অর্থবছরের বাজেটে। সবচেয়ে বড় কথা, একটি পরিকল্পিত কর্মকাঠামো থাকায় সরকার এটির আওতায় অর্থনীতিকে এগিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে। একটি বছরের সাফল্য-ব্যর্থতা দেখে যেমন আমরা চট করে কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারি না, তেমনি এটাও সত্যি, একটি বছরের সাফল্য-ব্যর্থতাই ভবিষ্যতের গতি-প্রকৃতি অনেকটাই নির্দেশ করে। সে হিসেবে এখনো নেতিবাচক পাল্লাটা ভারী মনে হচ্ছে।

mviYx-2 mvgwóK A_bxwZi mPK Zjbv

LvZ	2003-04 AvBwcAviGmwc	2003-04 cKZ	2004-05 AvBwcAviGmwc
wRWwc ce× gj¨ùxwZ Gg-2	5.5% 4.5% 12.1%	5.52% 5.83% 13.8%	6% 4% 12.8%

mviYx-3 ev‡RU I AvBwcAviGmwc mPK Zjbv

Dcv`vb	2003-04 AvBwcAviGmwc	2003-04 cKZ	2004-05 AvBwcAviGmwc	2004-05 ev‡RU
†gvU ivR¯ Avq (wRWwci Ask)	10.8%	10.6%	11.3%	11.2%
Ki ivR¯	8.7%	8.5%	9.2%	9.1%
Ki-ewnfZ	2.1%	2.1%	2.1%	2.1%
†gvU e¨q (wRWwci Ask)	15.5%	14.8%	16.1%	15.5%
ivR¯ e¨q	6.1%	5.7%	6.5%	5.9%
Dbqb e¨q	8.5%	8.1%	8.4%	8.3%
ev‡RU NvUwZ	4.7%	4.2%	4.7%	4.3%